দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 NOV 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

02

শিক্ষাঙ্গনে

বাংলাদেশে প্রকৌশল শিক্ষা ও কোর্স কন্টেন্ট

উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল দেশের জন্য কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা অপরিহার্য। অপ্রতুল কিংবা অসমঞ্জস শিক্ষার কারণে অনেক দেশ উন্নয়ন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রয়ছে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এ বাস্তবতা যথার্থ উপলব্ধি করা হচ্ছে এবং যথেষ্ট গুরুত্বও দেয়া হচ্ছে। তবে প্রশ্ন থাকে, দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে খাপ খাইয়ে সময়োপযোগী, সঠিক সুদূরপ্রসারী জ্ঞানদান করার মত গ্যারান্টি প্রচলিত শিক্ষা কার্যক্রম ও কোর্স কন্টেন্ট দেয় কিনা।

দেশে প্রচলিত সকল ধরনের শিক্ষার মধ্যে প্রকৌশল তথা ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করতে তুলনামূলকভাবে মেধাবী ছাত্ররাই বেশী আসে এবং ইদানীং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পড়তেও মেধা তথা ব্রেনের উপর প্রচণ্ড চাপ, সময়, শ্রম এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এ জ্ঞান অর্জিত হয়। সুতরাং দেশ ও মানুষের সর্বোচ্চ মঙ্গলের জন্যই লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ হয়, শিক্ষাব্যবস্থায় এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

প্রকৌশল শিক্ষা (কারিগরি শিক্ষাসহ) সকল বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার বাস্তব দু'টি দিক— তাত্ত্বিক তথা থিওরী ও প্র্যাকটিক্যাল। একটি অন্যটির সম্পূরক। তত্ত্বকথা অনেক বেশী শেখানো হলে এবং প্রয়োগ কম হলে সে শিক্ষা হয় অসম্পূর্ণ। আবার প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা ও বাস্তব কর্মকজ্ঞান পরিপূর্ণ করতে হলে পিছনে (ব্যাক গ্রাউণ্ডে) পর্যাপ্ত তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষা হবে থিওরী ও প্রত্যাকটিসের সুন্দরতম ব্যালেন্স।

আজ থেকে তিন যুগ আগে প্রকৌশল ডিগ্রী লাভের পর আমাদের একজন স্বনামধন্য শিক্ষক, যিনি নিজে একজন প্রখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এবং এদেশে সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীকাল শিক্ষকতা করে গেছেন—, মন্তব্য করেছিলেন, "তোমরা যে জ্ঞান অর্জন করলে, তার সবটুকু আগামী ৫০ বছরেও কাজে লাগাতে পারবে না, যদিও দেশে বর্তমান হারে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলতে থাকে।" মাতৃভূমির উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুদীর্ঘকাল দেখার সুযোগ হয়েছে। গুরুজনের ঐ উক্তি সত্য দেখতে পেয়েছি। আমরা থিওরী যা যা পড়েছি, তার অনেক কিছুই প্রয়োগ করার সুযোগ পাইনি আজ পর্যন্ত। আজকের বুয়েটে (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে) ৩০-৪০ বছর আগের তুলনায় থিওরী অনেক বেশী পড়ানো হয়। ছেলেরাও আশ্চর্যজনকভাবে অনেক ভাল করে। এতে বিদেশে এবং অনেক উন্নত দেশের নিকট আমাদের গৌরব ও মর্যাদা বেড়েছে। কিন্তু এ জ্ঞান দেশ ও মানুষের সরাসরি কল্যাণে কতটুকু ব্যয়িত হচ্ছে, তা অবশ্যই দেখার বিষয়।

আমরা মহাশূন্যেও যাচ্ছি না, সমুদ্রের অতল স্পর্শও করতে যাচ্ছি না। আমাদের আরও অনেক যুগ ধরে আঁকড়ে থাকতে হবে কৃষি ও শস্য উৎপাদন, নদী শাসন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্প-বাণিজ্য, ভূবিদ্যা ও খনিজ আহরণ, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি তথা সঠিক স্থানে সঠিক প্রযুক্তি এবং এমন শিক্ষার বিস্তার নিয়ে, যা মানুষকে মানুষ হিসেবে বাঁচতে সাহায্য করে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন টেকনোলজিতে প্রদত্ত কোর্স কন্টেন্ট এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোর্স কন্টেন্ট পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় প্রকট হয়ে উঠে যে, প্র্যাকটিক্যালের তুলনায় থিওরী অনেক বেশী পড়ানো হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতার তুলনায় প্রয়োগের সুযোগ ও প্রয়োজন আমাদের দেশে নেই। ফলে মেধাশক্তির অপচয়ই নয়, বরং ঐ মেধা গড়তে যে মেধা, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়েছে, তারও অপচয়ের প্রশ্ন। অথচ দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের স্বার্থে ইঞ্জিনিয়ার ও ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার একান্তভাবেই প্রয়োজন। সুতরাং ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ার ঃ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার ঃ টেকনিশিয়ান = ১ ঃ ৫ ঃ ২৫ (যা কর্মকাণ্ডের অবস্থাভেদে সামান্য ব্যতিক্রম হয়)। এ সেট-আপের প্রতি লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত কোর্স কন্টেন্ট ও সিলেবাস রচনা করা হলে এবং থিওরী ও প্র্যাকটিসের মধ্যে পূর্ববর্ণিত 'ব্যালেন্স' প্রতিষ্ঠা করা হলে দেশের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান,
ঢাকা।